First Draft
27 June 2018

"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আইন, ২০১৮" এর প্রাথমিক খসড়া সবার মতামত প্রদানের জন্য প্রকাশ করা হলো। নিম্নের ইমেলে মতামত প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হলো।

মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা
cro@lc.gov.bd
azimfowzul@yahoo.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আইন, ২০১৮"

বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল:

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল :-

পরিচ্ছেদ - ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, ১। (১) এই আইন ***বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আইন, ২০১৮*** নামে অভিহিত হইবে।

প্রয়োগ ও (২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

প্রবর্তন (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) ***"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল"*** অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ৪ ধারা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত কোন ট্রাইব্যুনাল;

(খ) ***"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল"*** অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২৯ ধারা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত কোন ট্রাইব্যুনাল;

(গ) বাণিজ্যিক বিরোধ বলিতে -

(১) সর্বপ্রকার ব্যবসায়িক,আর্থিক,ব্যাংকিং এবং বাণিজ্যিক লেনদেন;

(২) আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য অথবা সেবা;

(৩) অ্যাডমিরালিটি আইন ও মেরিটাইম আইন হইতে উদ্ভূত বিষয়াদি,

At present it's with High Court Division

(৪) আকাশযান ও সংশ্লিষ্ট উপকরণাদি ক্রয়, অর্থায়ন, লীজ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি,

(৫) পণ্য পরিবহণ,

(৬) ভবনাদি নির্মাণ চুক্তি ও দরপত্র (**tenders**)

(৭) নিরঙ্কুশভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত অস্থাবর সম্পত্তি চুক্তি,

(৮) বিমুক্তি (**franchise agreements**) চুক্তি সংক্রান্ত,

(৯) বিতরণ ও লাইসেন্স (**distribution and licensing agreements**)

(১০) ব্যবস্থাপনা ও পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি (**management and consultancy agreements**),

(১১) যৌথ মূলধনী চুক্তি (**joint venture agreements**),

(১২) শেয়ার মালিকানা চুক্তি (**shareholders agreements**)

(১৩) আউট সোর্সিং শিল্পসেবা ও আর্থিক সেবা সংক্রান্ত বিনিয়োগ চুক্তি (**Subscription and investment agreements pertaining to the services industry including outsourcing services and financial services**),

shareholders agreements

(১৪) বাণিজ্যিক এজেন্সি ও বাণিজ্যিক প্রথা (**mercantile agency and mercantile usage),**

(১৫) অংশীদারী চুক্তি (**partnership agreements**)

partnership

(১৬) প্রযুক্তি উন্নয়ন চুক্তি (**technology development agreements**)

technology development

(১৭) মেধাস্বত্ব অধিকার,ট্রেডমার্ক,কপিরাইট, পেটেন্ট, ডিজাইন, ডোমেইন নেইম, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস এন্ড সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস্ **(intellectual property rights relating to registered and unregistered trademarks, copyright, patent, design, domain names, geographical indications and semiconductor integrated circuits)**

(১৮) পণ্য বিক্রয় চুক্তি অথবা সেবার বিধান **(agreements for sale of goods or provision of services),**

(১৯) তৈল ও গ্যাসসহ অপরাপর প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন এবং সংরক্ষণ সহ ইলেকট্রোমেগনেটিক স্পেকট্রাম **(exploitation of oil and gas reserves or other natural resources including electromagnetic spectrum),**

(২০) বীমা ও পুনঃবীমাকরণ (**insurance and re-insurance**),

(২১) এজেন্সি সংশ্লিষ্ট চুক্তি **(contracts of agency relating to any of the above)** ,

(২২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিরোধ (**such other commercial disputes as may be notified by the Government**),

(২৩) ডাম্পিং, অ্যান্টি ডাম্পিং (**dumping, anti dumping**) , হইতে উদ্ভূত বিরোধসমূহ।

(ঘ) "জেলা জজ" অর্থ জেলা অধিক্ষেত্রে নিযুক্ত বিচারক;

(ঙ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের পরিশিষ্টে সংযুক্ত তফসিল;

(চ) "বাণিজ্যিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ" অর্থ অভিজ্ঞ ব্যাংকার, কস্ট অ্যাকাউনটেন্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন অনুষদের অভিজ্ঞ অধ্যাপক।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীই কার্যকর হইবে।

পরিচ্ছেদ - ২

ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

৪। (১) ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে উদ্ভূত মোকদ্দমা (বিরোধ) নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অর্থাৎ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রয়োজনানুসারে জেলা কিংবা বিভাগীয় পর্যায়ে এক বা একাধিক ***"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল"*** প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজন এবং সুবিধাজনক বিবেচনায় দুই বা ততোধিক জেলার জন্য বা সমগ্র বিভাগের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(৩) যদি (১)(২) উপধারার অধীনে কোন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে তবে এই প্রকারের মোকদ্দমা সমূহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের জেলা জজ আদালতে দায়ের করিতে হইবে এবং এই আইনের অধীনেই ঐ সকল মোকদ্দমার শুনানী, জারী,আপীল ইত্যাদির যাবতীয় কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

(৪) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে জেলা জজগণের অথবা অতিরিক্ত জেলা জজগণের মধ্য হইতে ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে;
শর্ত থাকে যে, নিয়োগ প্রাপ্ত বিচারকের বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সময়ে, যে কোন বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

(৬) সরকার ৫ উপধারা অনুসারে কোন ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করিলে একই প্রজ্ঞাপনে উক্ত ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা সর্ম্পকেও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৭) এই ধারার আওতায় জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত ট্রাইব্যুনালের বিচারক " বিচারক (জজ), বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল" হিসাবে সম্বোধিত হইবে।

পরিচ্ছেদ - ৩

ট্রাইব্যুনালের ৰমতা ও অধিৰেত্র

আদালতের নিরঙ্কুশ এখতিয়ার

৫। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে অর্থ ঋণ ব্যতীত যাবতীয় বাণিজ্যিক বিরোধ সংক্রান্ত মামলা ৪ ধারায় প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালে দায়ের ও নিষ্পত্তি হইবে।

দেওয়ানি প্রকৃতির আদালত

(২) *"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল"* একটি দেওয়ানি আদালত মর্মে গণ্য হইবে এবং এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, দেওয়ানি আদালতের সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

মামলার শিরোনাম

(৩) এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা "বাণিজ্যিক বিরোধ মামলা" শিরোনামে নিবন্ধিত হইবে।

আর্থিক এখতিয়ার

৬। এই ***"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল"*** এ ৮.১০০০০০০০.০০ (এক কোটি) টাকা বা তদুর্দ্ধ যে কোন মূল্যমানের মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে।

মামলা স্থানান্তর

৭। ***"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল"*** স্বীয় বিবেচনায় বা কোনপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনে, কোন বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন কোন মামলা অন্য কোন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

পরিচ্ছেদ - ৪

মামলা দায়ের, ট্রাইব্যুনালের রীতি ও কার্যপদ্ধতি

বিচার পদ্ধতি

৮। এই আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনালে দায়ের কৃত সকল মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষ, **Code of Civil Procedure,1908** এবং **The The Evidence Act 1872** এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

আরজি

৯। (১) এই আইনের অধীনে সকল মামলা আরজি দাখিলের মাধ্যমে দায়ের করিতে হইবে এবং উহাতে নিম্নোক্ত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিতে হইবে:

(১) বাদীপক্ষের ডাক ঠিকানাসহ ফোন নম্বর (টিএন্ডটি ও মোবাইল), ফ্যাক্স ও ই-মেইল ঠিকানাসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা;

(২) বিবাদীপক্ষের ডাক ঠিকানাসহ ফোন নম্বর (টিএন্ডটি ও মোবাইল), ফ্যাক্স ও ই-মেইল ঠিকানাসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা;

(৩) দাবী সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ঘটনা স্পষ্টভাবে বিবৃতি;

(৪) মামলার কারণ উদ্ভবের ঘটনা, স্থান, তারিখ;

(৫)ট্রাইব্যুনালের অধিক্ষেত্র থাকিবার বিবরণ:

(৬) মামলার মূল্যমান ও কোর্ট ফি বিষয়ক বিবৃতি;

(৭) প্রার্থিত প্রতিকার;

(৮) দাবীর সমর্থনে সমস্ত আবশ্যকীয় দলিলাদির (**essential/basic Documents**) বিবরণ (আরজির প্রথম তফসিলে যুক্ত করিতে হইবে) এবং মূল কপি শুনানীকালে দাখিলের শর্তে সত্যায়িত কপি একটি তালিকাসহ দাখিল করিতে হইবে;

(৯) কোন আবশ্যকীয় দলিল অন্য কাহারো হেফাজতে থাকিলে তাহার বিশদ বিবরণও আরজিতে এবং উক্ত তফসিলে প্রদান ;

(১০) মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করিবার প্রয়োজন বোধ করিলে সম্ভাব্য সাক্ষীদের নাম, ডাকঠিকানাসহ ফোন নম্বর (টিএন্ডটি ও মোবাইল), ফ্যাক্স ও ই-মেইল ঠিকানাসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা আরজির দ্বিতীয় তফসিলে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং মামলা চলা কালে নূতন কোন সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ আবশ্যকীয় হইয়া পড়িলে ট্রাইব্যুনালের অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(১১) আরজির সমর্থনে একটি হলফনামা **(Affidavit);**

(১২) প্রদেয় যথাযথ কোর্ট ফি **(ad valorem)** ।

(১৩) মামলা দায়ের কালে বিবাদীর সংখ্যা অনুপাতে আরজির কপি ও সংযুক্ত কাগজাদির অনুলিপি।

(২) ১ উপধারা অনুসারে প্রস্তুতকৃত আরজিটি রেজিস্ট্রারের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং ট্রাইব্যুনালের নিবন্ধন বহিতে ক্রমানুসারে নূতন নম্বরে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

লিখিত জবাব

১০। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারীকৃত সমনে নির্ধারিত তারিখে কিংবা তৎপূর্বে বিবাদীপক্ষ হাজির হইয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলের মাধ্যমে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা

করিতে পারিবে লিখিত জবাবে নিম্নোক্ত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিতে হইবে:

(১) লিখিত জবাবে বিবাদীর বক্তব্যের সুস্পষ্ট বিবৃতি;

(২) আরজিতে বর্ণিত ঘটনা ও দাবীর স্বীকৃত ও অস্বীকৃত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক দফায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(৩) বিবাদীর দাবীর সমর্থনে উল্লেখিত সমস্ত আবশ্যকীয় দলিলাদির বিশদ বিবরণ (লিখিত জবাবের প্রথম তফসিলে প্রদান করিতে হইবে) এবং মূল কপি শুনানীকালে দাখিলের শর্তে সত্যায়িত কপি একটি তালিকাসহ দাখিল করিতে হইবে;

(৪) কোন মৌলিক দলিল অন্য কাহারো হেফাজতে থাকিলে তাহার বিশদ বিবরণ;

(৫) আরজিতে বর্ণিত এবং আরজির সহিত দাখিলকৃত স্বীকৃত দলিলগুলির তালিকাও উক্ত তফসিলে প্রদান;

(৬) মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করিবার প্রয়োজন বোধ করিলে সম্ভাব্য সাক্ষীদের নাম, ডাক ঠিকানাসহ ফোন নম্বর (টিএন্ডটি ও মোবাইল), ফ্যাক্স ও ই-মেইল ঠিকানাসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা (লিখিত জবাবের দ্বিতীয় তফসিলে) সংযুক্ত করিতে হইবে এবং মামলা চলা কালে নূতন কোন সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ আবশ্যকীয় হইয়া পড়িলে ট্রাইব্যুনালের অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(৭) একটি হলফনামা **(Affidavit)** সংযুক্ত করিতে হইবে;

(৮) বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব দাখিলের সময় একটি অতিরিক্ত কপি ও সংযুক্ত কাগজাদির অনুলিপি।

***হলফনামা* (Affidavit) *মৌলিক সাব্য* (Substantive evidence)**

১১। এই আইনের অধীন বাণিজ্যিক বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে আরজি ও লিখিত জবাবের সহিত দাখিলকৃত হলফনামা **(Affidavit)** প্রকৃত সাক্ষ্য (**substantive evidence**) হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা বাদী ও বিবাদীর মৌখিক জবানবন্দির লিখিত রূপ হিসাবে বিবেচিত হইবে অর্থাৎ মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণকালে বাদী-

বিবাদীকে উক্ত আরজি বা লিখিত জবাবের ভিত্তিতে কোন রুপ জবানবন্দী (**examinetion-in-chief**) গ্রহণ ব্যতিত সরাসরি জেরা করা যাইবে।

লিখিত বর্ণনা দাখিলের সময়সীমা

১২। (১) ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে বিবাদীকে লিখিত জবাব দাখিল করিতে হইবে।

(২) ১ উপধারার বিধান সত্ত্বেও, ট্রাইব্যুনালের বিশেষ অনুমতি ও দৈনিক ৳.৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা খরচ প্রদান সাপেক্ষে লিখিত জবাব দাখিলের নিমিত্ত বিবাদী আরো ১০ (দশ) কর্মদিবস সময় পাইবে।

(৩) ১ ও ২ উপধারায় প্রদত্ত মোট ৪০ (চল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিবাদী লিখিত জবাব দাখিলে ব্যর্থ হইলে ট্রাইব্যুনাল লিখিত জবাব ব্যতিরেকেই বিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিচারকার্য অগ্রসর করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন প্রদত্ত খরচের অর্থ সরকারি রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত খাতে জমা করিয়া চালানের মূল কপি লিখিত জবাবের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

অতিরিক্তি আরজি ও অতিরিক্ত জবাব

১৩।(১) বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাবের প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষের কোন অতিরিক্ত আরজি দাখিলের প্রয়োজন হইলে, তাহা লিখিত জবাব দাখিলের ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(২) বাদীপক্ষের অতিরিক্ত আরজির দাখিলের ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে বিবাদীপক্ষের কোন বক্তব্য থাকিলে অতিরিক্ত জবাবের মাধ্যমে দাখিল করিতে পারিবে এবং ইহার পরে পক্ষগণ ঘটনা সর্ম্পকে কোন নূতন বক্তব্য আনয়ন করিতে পারিবে না।

সমন জারীর বিধান

১৪। (১) আপাতত বলবৎ অপর কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাদী ট্রাইব্যুনালের জারীকারক কর্তৃক এবং প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণের নিমিত্ত, আরজির সহিত সমন জারীর সমুদয় তলবানা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল ১ উপধারায় বর্ণিত সমনাদি একযোগে জারীর ব্যবস্থা করিবে,অধিকন্তু ফ্যাক্স, ই-মেইল যোগেও মামলার সমন বিবাদীর প্রতি জারী করা যাইবে এবং তাহা আইনানুগ ও যথাযথ জারী মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) একইভাবে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রির দায়িত্বশীল ও ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা টেলিফোন মাধ্যমে বা ক্ষুদে বার্তা (**SMS**) প্রেরণের দ্বারা বিবাদীপক্ষকে দাখিলকৃত মামলার বিষয়ে অবগত করিতে পারিবে, যাহা আইনানুগ ও যথাযথ জারী মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) ১,২,৩ উপধারা বিধানের অতিরিক্ত হিসাবে তথ্য অধিদপ্তর এর তালিকা ভুক্ত শীর্ষস্থানীয় দশ (১০)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা হইতে যে কোন দুইটিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমেও সমন জারী করা যাইবে, তবে সেই ক্ষেত্রে নমুনা বিজ্ঞাপনের খসড়া কপি ও প্রকাশের খরচ বাদীপক্ষকে ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিতে হইবে।

মামলা ব্যবস্থাপনা সভাঃ বিচার্য বিষয় গঠন ও শুনানীর তারিখ নির্ধারণ

১৫। (১) বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিল হওয়ার পরবর্তীতে ধার্য একটি নির্ধারিত তারিখে ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে মামলা ব্যবস্থাপনা সভা অনুষ্ঠিত করিবে, যাহাতে বিচারক আরজি ও লিখিত জবাব এবং উভয়পক্ষের দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া উভয়পক্ষকে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তির সুযোগ প্রদান করিবে, পক্ষগণ সম্মত না হইলে মামলার বিচার্য বিষয় গঠন করিবে।

(২) ১ উপধারা অনুসারে পক্ষগণ আপোষ-মীমাংসায় সম্মত হইলে ট্রাইব্যুনাল স্বীয় উদ্যোগে আপোষ-মীমাংসার প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অগ্রসর হইবেন অথবা সালিসী ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়া নিষ্পত্তির জন্য বিরোধটি তথায় প্রেরণ করিবে।

(৩) ১ উপ ধারা এ নির্ধারিত তারিখে, কোন এক বা উভয় পক্ষ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল আরজি ও লিখিত জবাব পর্যালোচনা করিয়া মামলার বিচার্য বিষয় গঠন করিবে।

স্বীকৃত বিষয়ে তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি

১৬। মামলার যে কোন পর্যায়ে লিখিত জবাবে কিংবা অন্য কোন ভাবে বিবাদী কর্তৃক বাদীর আর্জির বক্তব্য স্বীকৃত হইয়া থাকিলে, এবং উক্তরূপ স্বীকৃতির ভিত্তিতে যেইরূপ রায় বা আদেশ পাইতে বাদী অধিকারী, সেইরূপ রায় বা আদেশে প্রার্থনা করিয়া বাদী ট্রাইব্যুনালের নিকট দরখাস্ত করিলে, ট্রাইব্যুনাল, বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বিদ্যমান অপরাপর বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া উক্ত স্বীকৃতির ভিত্তিতে রায় বা আদেশ প্রদান করিবে।

মৌখিক সাক্ষ্য

১৭।(১) ট্রাইব্যুনাল মামলার সুষ্ঠু নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই সভায় উভয়পক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন থাকিলে উভয়পক্ষের মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ৩ (তিন)টি পর্যায়ক্রমিক কর্মদিবস নির্ধারণ করিবে এবং ঐরুপ সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন না থাকিলে চূড়ান্ত শুনানীর জন্য ২ (দুই)টি পর্যায়ক্রমিক কর্মদিবস নির্ধারণ করিবে;

অধিকন্তু, পক্ষগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

যুক্তিতর্ক শুনানী

১৮।(১) যেইক্ষেত্রে পক্ষগণ মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সেইক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান সমাপ্ত হইলে ট্রাইব্যুনাল ৭ (সাত) কর্মদিবস অন্তে যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য

২ (দুই) কর্মদিবস নির্ধারণ করিবে, তবে যেইক্ষেত্রে কোনপক্ষই মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করিবে না, সেইক্ষেত্রে যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হইবে না।

(২) যুক্তিতর্ক শুনানীকালে পক্ষগণ প্রয়োজনে লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিল করিতে পারিবে।

ঘটনা অথবা আইনগত বিষয়ে বিরোধ না থাকিলে চূড়ান্ত আদেশ

১৯। মামলা শুনানীর যে কোন পর্যায়ে যদি ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঘটনা অথবা আইনগত বিষয়ে কোন বিরোধ নাই, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অবিলম্বে রায় বা আদশে প্রদান করিয়া মামলা চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি করিবে।

রায় ঘোষণা

২০। (১) মামলার চূড়ান্ত শুনানী কিংবা যুক্তিতর্ক শুনানী সমাপ্তির ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল রায় ঘোষণা করিবে।

(২) রায়ের স্বাক্ষরিত কপি উভয়পক্ষকে বিনা খরচে সরবরাহ করা হইবে এবং ট্রাইব্যুনালের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে।

মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা

২১। এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলা, দায়েরের তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

মামলার খরচ

২২। (১) এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার বিজিতপক্ষ কর্তৃক মামলার খরচ (ব্যয়ভার) বহন করিতে হইবে।

(২) প্রতি শুনানীর তারিখ ৳.৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হারে তফসিল ১ এর ছক অনুসরণে ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক খরচ (ব্যয়ভার) নির্ধারিত হইবে এবং উহা

সরকারি কোষাগারে জমা হইবে।

ট্রাইব্যুনালের আদেশের চূড়ান্ততা

২৩। এই আইনের বিধান ব্যতিত, কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট *বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল* এ বিচারাধীন কোন কার্যধারা বা উহার কোন আদেশ,রায় বা ডিক্রির বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না এবং কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রকার প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

পরিচ্ছেদ - ৫

ট্রাইব্যুনালের রায় ও আদেশের কার্যকারীতা (জারী)

জারী আদালত

২৪। *বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল* কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা ডিক্রী উক্ত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক, অথবা উক্ত ট্রাইব্যুনাল জারীর নিমিত্ত যে আদালত বা ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবে, সেই আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারী হইবে।

জারীর আবেদনের সময়সীমা

২৫। **The Limitation Act, 1908** এবং **The code of Civil Procedure,1908** এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ডিক্রিদার, আদালতযোগে ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করিতে চাহিলে উক্ত ডিক্রি বা আদেশের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কোনরুপ পৃথক জারী মামলা দায়ের ব্যতিত ট্রাইব্যুনালের সংশ্লিষ্ট মামলায় দরখাস্ত দাখিল করিবে।

ডিক্রি বা আদেশ জারীর পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের ৰমতা

২৬। ডিক্রি বা আদেশ জারীর পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল ডিক্রি দায়িকের স্থাবর.অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকাদেশ এবং নিলামে বিক্রয়াদেশ, ব্যাংক হিসাব স্থগিত, মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, পাসপোর্ট আটকাদেশসহ প্রয়োজনীয় সকল আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

জারী কার্যক্রমে

২৭। ট্রাইব্যুনালের যে কোন আদেশ বা ডিক্রি জারী কার্যক্রমে জনপ্রশাসন, পুলিশ

সহায়তা প্রদান

প্রশাসনসহ সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করিবে।

জারী কার্যক্রম নিষ্পত্তির সময়সীমা

২৮। (১) ট্রাইব্যুনাল, জারী কার্যক্রমের দরখাস্ত দায়েরের ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিবে;

(২) ১ উপধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে জারীকার্যক্রম নিষ্পন্ন করা সম্ভব না হইলে ট্রাইব্যুনাল নথিতে ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ পূর্বক আরো ৩০(ত্রিশ) কর্মদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

পরিচ্ছেদ - ৬

আপীল ও রিভিশন

"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল" প্রতিষ্ঠা

২৯। (১) *"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল"* হইতে উদ্ভূত আপীল মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ঢাকায় এক বা একাধিক *"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল"* প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) আপীল ট্রাইব্যুনাল ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট হইবে, যাহাদের বাণিজ্যিক বিরোধ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা বিশেষ প্রশিক্ষণ রহিয়াছে, যাহার চেয়ারম্যান হইবেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি বা অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি, সদস্যগণের মধ্যে একজন জেলা জজ বা অবসর প্রাপ্ত জেলা জজগণের মধ্যে হইতে এবং অপর সদস্য বাণিজ্যিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবে।

(৩) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে আপীল ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সময়ে, যে কোন বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

(৫) সরকার ৪ উপধারা অনুসারে কোন আপীল ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করিলে একই প্রজ্ঞাপনে উক্ত আপীল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা সর্ম্পকেও সুনির্দ্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করিবে ।

(৬) এই ধারার আওতায় প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত আপীল ট্রাইব্যুনালের বিচারক "বিচারক (জজ),বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল" হিসাবে সম্বোধিত হইবে ।

(৭) যে কোন ২(দুই) জন বিচারকের উপস্থিতি ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোরাম বিবেচিত হইবে;
তবে শর্ত থাকে যে, রায় প্রদানকালে ৩(তিন) জনের উপস্থিতি আবশ্যকীয় হইবে।

আপীল ও রিভিশন এর ক্ষেত্রে আপীল ট্রাইব্যুনালের একক এখতিয়ার

৩০। *বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল* এর ঘোষিত সকল রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে কেবল এই আইনের ২৯ ধারার অধীনে গঠিত *"বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল"* এ প্রতিকার প্রার্থণা করিয়া রায়ের ক্ষেত্রে আপীল ও আদেশের ক্ষেত্রে রিভিশন দায়ের করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল কোন আদেশে আইন দ্বারা বারিত কোন বিষয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় এবং তদ্দ্বারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা ঘটে **(failure of justice)** কেবল সেইক্ষেত্রেই রিভিশন করা যাইবে।

আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি বিষয়ে বিশেষ বিধান

৩১। (১) বাণিজ্যিক বিরোধ মামলার কোন পক্ষ ট্রাইব্যুনালের আদেশ বা রায় দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল করিতে পারিবে।

(২) রায়ের ক্ষেত্রে আপীলকারীপক্ষকে আপীলের স্মারক (**memorandum of appeal**) এর সহিত খরচের টাকাসহ ডিক্রিকৃত অর্থের ২৫% ডিক্রি প্রদানকারী ট্রাইব্যুনালে জমা করিয়া রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে; অন্যথায় আপীল মামলাটি রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হইবে না।

(৩) প্রতিপক্ষের প্রতি সমনজারীর ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে আপীল মামলার শুনানী কার্যের সূচনা করিতে হইবে এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে রায় ঘোষণার মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) আপীল শুনানীর জন্য উভয়পক্ষ একাদিক্রমে **(consecutively)** সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি এবং বা রিভিশন শুনানীর জন্য ১(এক)টি কর্মদিবস প্রাপ্য হইবে।

(৫) আপীল বা রিভিশন শুনানী সমাপ্তির ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে রায় ঘোষণা করিতে হইবে।

(৬) আপীল দায়েরের পরে প্রতিপক্ষ সমন পাইয়াও অনুপস্থিত থাকিলে কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীতার কোন পর্যায় হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, আপীল ট্রাইব্যুনাল একপাক্ষিক শুনানী অন্তে এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৭) সকলপক্ষ অনুপস্থিত থাকিলেও আপীল ট্রাইব্যুনাল গুনাগুনের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করিবে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগে প্রতিকার প্রার্থণা

৩২। (১) আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে।

আপীল বা রিভিশন পর্যায়ে আপোষ মীমাংসা

৩৩। বিচারাধীন কোন মামলা,আপীল মামলা কিংবা রিভিশনের যে কোন পর্যায়ে পক্ষগণ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে মামলার বিষয়বস্তু সর্ম্পকে আপোষ-মীমাংসা করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অবস্থায় পক্ষগণকে আপোষ-মীমাংসার অজুহাতে মামলা প্রলম্বিত করার সুযোগ প্রদান করা যাইবে না।

পরিচ্ছেদ - ৭

ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রি ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

রেজিস্ট্রি

৩৪। (১) বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনালের এবং বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনালের যাবতীয় কার্যক্রম সুচারু রুপে সম্পন্ন করিবার জন্য পৃথক রেজিস্ট্রি অফিস থাকিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালের সর্বপ্রকার কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উক্ত রেজিস্ট্রি অফিসে একজন রেজিস্ট্রারসহ এক বা একাধিক উপ-রেজিস্ট্রার, সহকারী রেজিস্ট্রারসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকিবে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

৩৫। এই আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল সমূহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করিয়া আরজি দায়ের, সমনাদি জারী, মামলার বিচার কার্য পরিচালনা ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইবে।

পরিচ্ছেদ - ৮

বিবিধ

বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনালের অবমাননা

৩৬।(১) কোন ব্যক্তি বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনালের ও আপীল ট্রাইব্যুনালের অবমাননার জন্য দায়ী হইবে, যদি তিনি আইনসংগত অজুহাত ব্যতিরেকে -

(ক) ট্রাইব্যুনালের প্রতি কোনরুপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে;

(খ) ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রমে ব্যঘাত ঘটায়;

(গ) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এমন কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, অথচ সেই উত্তর প্রদান করিতে তিনি আইনতঃ বাধ্য; অথবা

(ঘ) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শপথ গ্রহণপূর্বক কোন সত্য ঘটনা বিবৃত করিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

(২) ১ উপধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে এইরুপ অবমাননার দায়ে ১০০০০.০০(দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে অনুর্ধ্ব ১০ (দশ) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে।

সহজাত ৰমতা **(Inherent Power)**

৩৭। এই আইনের অধীন অভিপ্রেত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অথবা ট্রাইব্যুনালের অপব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় যে কোন পরিপূরক আদেশ প্রদানের সহজাত ক্ষমতা ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

বিধিপ্রণয়নের ৰমতা

৩৮। সরকার এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকরী করিবার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

আইনের ইংরেজি পাঠ

৩৯। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনুদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের

নির্ভরযোগ্য পাঠ (**Authentic English Text**) নামে অভিহিত হইবে।

(২) ১ উপধারায় বর্ণিত ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোন অর্থগত বিরোধের ক্ষেত্রে এই বাংলা পাঠটি প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

[২২(২) ধারা দ্রষ্টব্য]

ট্রাইব্যুনাল মামলার খরচ নিরুপনের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করিবে:

ক্রম.	মামলার তারিখ	যেই জন্য তারিখ নির্ধারিত ছিল	খরচের পরিমান
১.			৳. ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.	মোট:		